পরিবেশ অধিদপ্তর
বাংলাদেশের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)

ভূপ্রাকৃতিক অনুকূল অবস্থার কারণে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডের ফলে দেশের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নানান ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন। ইতোমধ্যে দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। এর ফলে দেশের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কোনো কোনো প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতাও কমে গিয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০) অনুসারে বিভিন্ন সময়ে কিছু এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA/ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ-পর্যন্ত দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

ক্রমিক	ইসিএ-র নাম	প্রতিবেশের ধরন	অবস্থান		ঘোষণার বছর
			জেলা	উপজেলা	
১	সুন্দরবন	সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিমি বিস্তৃত এলাকা	সাতক্ষিরা	আশাশুনি	১৯৯৯
			বাগেরহাট	মংলা মোড়েলগঞ্জ রামপাল শরনখোলা	
			খুলনা	দাকোপ কয়রা পাইকগাছা	
			পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	
			বরগুনা জেলা	পাথরঘাটা	
২	কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	গ্রাম, কৃষিজমি, পাহাড়, জঙ্গল, বনভূমি, সমুদ্রসৈকত, খাড়ি, বালিয়াড়ি, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় জলাভূমিসহ উপকূলীয় এলাকা	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর রামু উখিয়া টেকনাফ	১৯৯৯
৩	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	বালিয়াড়ি, পাথরময় জোয়ার-ভাটা অঞ্চল,উপকূলীয় জলাভূমি ও কোরালসহ সামুদ্রিক দ্বীপ	কক্সবাজার	টেকনাফ	১৯৯৯
৪	সোনাদিয়া দ্বীপ	ম্যানগ্রোভ, খাড়ি ও বালিয়াড়িসহ উপকূলীয় দ্বীপ	কক্সবাজার	মহেশখালী	১৯৯৯
৫	হাকালুকি হাওর	হাওর এলাকা	সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ গোলাপগঞ্জ	১৯৯৯
			মৌলভীবাজার	কুলাউড়া জুড়ি বড়লেখা	
৬	টাঙ্গুয়ার হাওর	হাওর এলাকা	সুনামগঞ্জ	তাহিরপুর ধর্মপাশা	১৯৯৯
৭	মারজাত বাওড়	অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ	ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ	১৯৯৯
৮	গুলশান-বারিধারা লেক	নগর-জলাভূমি	ঢাকা	ঢাকা মহানগর	২০০১
৯	বুড়িগঙ্গা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে		২০০৯
১০	তুরাগ নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে		২০০৯
১১	বালু নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে		২০০৯
১২	শীতলক্ষ্যা নদী	নদী	ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ মহানগরের পাশে		২০০৯
১৩	জাফলং-ডাউকি নদী	উভয় তীরে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকা ও খাসিয়াপুঞ্জিসহ পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী	সিলেট	গোয়াইনঘাট	২০১৫

ইসিএ-তে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে:

(১) প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ;
(২) সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা;
(৩) ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ;
(৪) প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ;
(৫) ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ;
(৬) মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
(৭) মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোনো প্রকার কার্যাবলী;
(৮) নদী-জলাশয়-লেক-জলাভূমিতে বসতবাড়ি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালীসৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন এবং কঠিন বর্জ্য অপসারণ;
(৯) যান্ত্রিক বা ম্যানুয়াল বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে পাথরসহ অন্য যে কোনো খনিজসম্পদ আহরণ।